সমকাল

তারিখ 21 SEP 2013
পৃষ্ঠা 7 কলাম 5

'ইউজিসি' বদলে হচ্ছে 'এইচইসি'

■ সাব্বির নেওয়াজ

দেশে উচ্চশিক্ষার দেখভালকারী একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন' (ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন-ইউজিসি) বদলে গঠিত হতে যাচ্ছে 'হায়ার এডুকেশন কমিশন' (এইচইসি)। নাম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটির কার্যপরিধি ও ক্ষমতা। সঠিক পরিকল্পনা, শিক্ষামান বাড়ানোর পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার নামে সনদ ব্যবসা আর মানি লন্ডারিং ঠেকাতে নতুন প্রতিষ্ঠানটি বিশেষভাবে কর্তৃত্বসম্পন্ন। আইন অনুসারে, বর্তমান ইউজিসি নিজে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, শুধু সরকারের কাছে সুপারিশ করতে পারে। তবে এইচইসি স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে পরিচালিত হবে। এজন্য প্রণীত আইনের খসড়া আগামী সোমবার ২৩ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভায় উঠতে যাচ্ছে।

জানতে চাইলে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী বৃহস্পতিবার সমকালকে বলেন, নতুন এইচইসি উচ্চশিক্ষা কমিশন হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩

'ইউজিসি' বদলে হচ্ছে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

সহযোগিতা প্রদান, শিক্ষামান নিশ্চিতকরণ, শিক্ষার চাহিদা নিরূপণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতিনির্ধারণী একটি 'এপেক্স বডি' হিসেবে কাজ করবে। ইউজিসির কর্মকর্তারা জানান, ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশে ইউজিসি যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন দেশে মাত্র ছয়টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক মঞ্জুরি দেখভালের জন্য ইউজিসি কাজ শুরু করে। বর্তমানে কালের পরিক্রমায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই ৩৪টি। এ ছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ৭৭টি। এই ১১১টি বিশ্ববিদ্যালয় মনিটরিং ও পরিচালনার জন্য যে জনবল কাঠামো ও আইনগত কর্তৃত্ব দরকার, তা ইউজিসির নেই। তাই দিনে দিনে ইউজিসি মূলত 'কাগজে বাঘ'-এ পরিণত হয়েছে। এ কারণেই দারুল ইহসান, অতীশ দীপংকর, এশিয়ান ইউনিভার্সিটির মতো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সারাদেশে অবৈধ শাখা খুলে মোটা টাকার বিনিময়ে 'সনদ বাণিজ্য' করছে। অথচ চোখের সামনে দেখলেও ইউজিসি কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না।

ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক ড. আতফুল হাই শিবলী সমকালকে বলেন, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন লঙ্ঘনের প্রবণতা বেশি। বিশেষ করে হাতেগোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা নিয়ে যাচ্ছেতাই করছে। ইউজিসির তরফ থেকে তারা করণীয় নির্ধারণ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কেবল সুপারিশ করে থাকেন, কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেন না। এ অবস্থায় উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠন জরুরি। তাহলে শিক্ষা-দুর্নীতি বন্ধে অনেক পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে।

ইউজিসি জানায়, একজন চেয়ারম্যান, ৫ জন পূর্ণকালীন ও ১২ জন খ কালীন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে উচ্চশিক্ষা কমিশন। খ কালীন সদস্যদের মধ্যে ৩ জন সচিব (শিক্ষা, পরিকল্পনা ও অর্থ), পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের মধ্যে ৩ জন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের মধ্যে ৩ জন এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ডিনদের মধ্যে ৩ জন। তাদের মেয়াদ হবে দুই বছর। তবে স্থায়ী সদস্য ও চেয়ারম্যানের মেয়াদ চার বছর।

যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের সব শর্ত পূরণ করে স্থায়ী সনদ লাভ করেছে, কেবল তাদের মধ্য থেকেই এইচইসি সদস্য নেওয়া হবে। কমিশনের চেয়ারম্যান ও পূর্ণকালীন সদস্যদের অপসারণের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারপতিকে যেসব কারণ এবং প্রক্রিয়ায় অপসারণ করা যায়, সেসব কারণ ও প্রক্রিয়া ছাড়া অপসারণ করা যাবে না।